শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা: মৌলিক তথ্য ও ধারণা

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা কী?

একই সাথে শুনতে ও দেখতে সমস্যা হলে তাকে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বলে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেশিরভাগই কিছুটা দেখতে বা কিছুটা শুনতে পায়। একদমই দেখতে এবং শুনতে পান না এমন মানুষও আছেন। তবে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা হতে পারে:

রুবেলা, সাইটোমেগালো ইত্যাদি ভাইরাসে আক্রান্ত হলে।

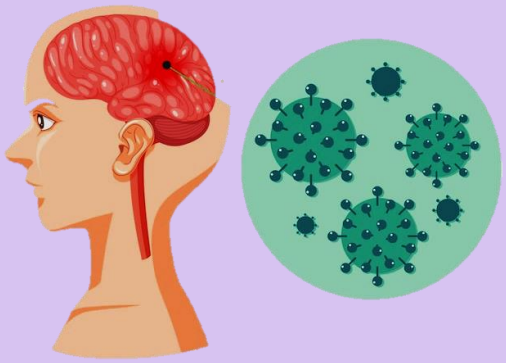

মেনিনজাইটিস এবং এনকেফালাইটিসে আক্রান্ত হলে।

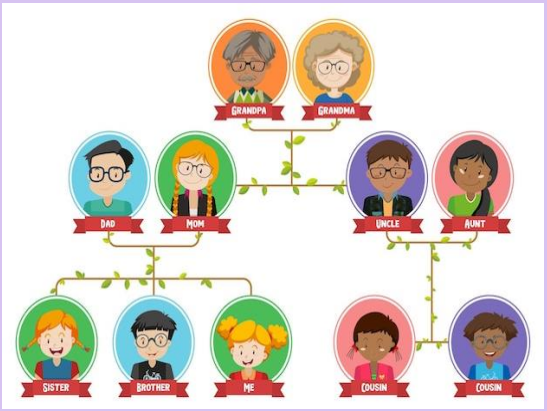

বংশগত কারনে।

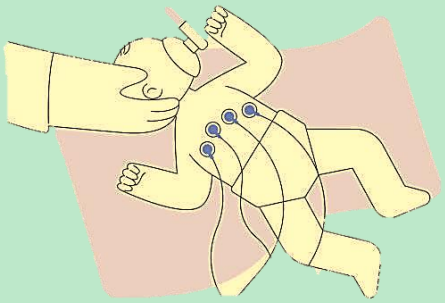

সময়ের আগে জন্ম হলে, কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে।

জন্মের সময় অক্সিজেনের ঘাটতি হলে বা আঘাত পেলে

জীবনের যে কোন পর্যায়ে দুর্ঘটনা বা আঘাত পেলে

বয়সজণিত কারনে।

চার্জ সিনড্রোম বা ডাউন সিনড্রমের কারনে।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা ও বাধা:

আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে যা কিছু শিখি তার ৯৫% আসে দেখা ও শোনা থেকে। দেখা ও শোনায় ঘাটতি থাকায় শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আশেপাশের পরিবেশ থেকে যথেষ্ট তথ্য পায় না। অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে বা নিজের মনের ভাব বুঝিয়ে বলতে পারে না। যার ফলে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হয় না।

পরিপূর্ণভাবে (কিছু ক্ষেত্রে একদমই) শুনতে ও দেখতে না পাওয়ায় পৃথিবী ও জীবনের একটা বিশাল অংশ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগোচরে থেকে যায়। যা তাদের মনোজগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এমনকি নিজের আপনজন যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথেও তাদের পরিপূর্ণ যোগাযোগ হয় না। সমাজ ও সংসার থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে থাকতে তারা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার পাশাপাশি নানা রকম জটিলতায় ভুগতে শুরু করে। নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতেও তাদের সহায়তার প্রয়োজন হয়। দিন শেষে নানা রকম কুসংস্থার ও সামাজিক নেতিবাচকতা তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য:

যোগাযোগের ক্ষেত্রে

- অন্যদের সাথে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কার্যকর যোগাযোগ করতে পারেন না।
- যত্নকারী বা পরিবারের সাথে কিছুটা যোগাযোগ থাকলেও বোঝাপড়ার ব্যপক ঘাটতি থেকে যায়।
- লিখতে, পড়তে এবং কথা বলতে পারেন না বা খুবই সীমিত মাত্রায় পারেন।
- অন্যদের দেখতে না পারায় এবং তাদের কথা শুনতে না পাওয়ায় মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি ও চালিয়ে নিতে আগ্রহী হন না।

দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে

- দৃষ্টিসীমার মাঝে কিছু দেখতে সমস্যা হয় বা দৃষ্টিসীমা সীমিত হয়ে যেতে পারে।
- কি দেখছে তা বুঝতে পারে না বা ছবির অংশ বুঝতে সমস্যা হয়।
- চোখ তীর্যক বা টেরা হতে পারে।
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোনো কিছু বোঝার চেষ্টা করলে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারে।
- দুই চোখের দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ করতে, নড়াচড়া বা গতিপথ বুঝতে সমস্যা হতে পারে।
- ঘন ঘন চোখ রগরাতে পারে, যা সাময়িভাবে তাদের দৃষ্টি কিছুটা পরিষ্কার করে দেয়।

শ্রবণশক্তির ক্ষেত্রে

- জোড়ে শব্দ না হলে সাড়া দেন না।
- কিছু নির্দিষ্ট শব্দে সাড়া দেন, অন্য শব্দে সাড়া দেন না।
- কথা বলেন না বা উচ্চারণ সঠিক হয় না।
- ভারসাম্যহীনতা হতে পারে।

চলাচল ও গতির ক্ষেত্রে

- পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় সঠিকভাবে চলাচল করতে পারে না।
- স্থান-দূরত্ব, নির্দেশনা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকে না বা ধারণা সীমিত।
- এক স্থানে আবদ্ধ থাকতে থাকতে স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- অনেক ক্ষেত্রেই দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য যত্নকারীর উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে

- সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং এগিয়ে নিতে পারেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে আগ্রহী হন না।
- সামাজিক ও পারিবারিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ একদমই নেই বা খুব সীমিত।
- নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে অস্বস্তিবোধ করে এবং এড়িয়ে যেতে চায়।
- সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন।

আচার আচরণের ক্ষেত্রে

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজস্ব কিছু আচরণ থাকতে পারে যেমন- চোখ পিট পিট করা, শরীর দোলাতে থাকা ইত্যাদি।
- সমাজের কায়দা-কানুন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে না। যেমন খাবার খাওয়ার পদ্ধতি, ঘুমানোর ধরন ইত্যাদি।
- স্পর্শ, খাবার ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হতে পারে।
- চাহিদা, অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ ভিন্ন হতে পারে যা সমাজের কাছে অগ্রহনযোগ্য মনে হতে পারে।
- কৌতূহল বা নতুন কিছু শেখার সহজাত আগ্রহের ঘাটতি দেখা যায়।

****